RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume IX, No. 1 / April, 2024, pp. 68-76.

অতিথি দেবো ভব: সংস্কৃত সাহিত্যের আলোকে

Soma Bangal
State Aided College Teacher (Category-I),
Department of Sanskrit,
Chakdaha College,
Chakdaha, Nadia, India.
sbsoma@gmail.com

Structured Abstract:

সারসংক্ষেপ: বৈদিক কাল থেকেই সামাজিক বিধি-বিধানের বেড়াজালে মানুষ আবদ্ধ। সমাজকে সুচারুরূপে চালিত করার জন্য বৈদিক কাল থেকেই আচার্যরা সমাজকে চারটি আশ্রমের পাশাপাশি চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছেন। তাদের কর্মের বিভাজনও করেছেন। আচার্যরা দ্বিতীয় আশ্রম তথা গৃহস্থাশ্রমের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। এই আশ্রমই সমাজের স্তম্ভ। এই আশ্রমই মনুষ্য জাতি কেবলমাত্র নিজের অন্নসংস্থান করেন না তার পাশাপাশি অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে ইতর প্রাণীদেরও অন্ন দান করে থাকেন। শতপথব্রাহ্মণ গৃহস্থের এই বিশেষ কর্মকে পঞ্চমহাযজ্ঞ নাম দিয়েছেন। এই মহাযজ্ঞের অন্তর্গত মনুষ্য যজ্ঞ তথা অতিথি সেবার বর্ণনা আমরা বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সকল সাহিত্যেই কমবেশি পেয়ে থাকি। অথর্ববেদ এই অতিথিসেবাকে বৈদিক শ্রৌতযজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করে একে এক উচ্চপর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। বৈদিকযুগে অতিথিসেবা যেরূপ পরম পুন্যকর্ম ছিল পরবর্তিযুগেও তার ফলমহিমা ক্ষুন্ন হয়নি।

সাংকেতিক শব্দ: পঞ্চমহাযজ্ঞ, অতিথির সংজ্ঞা, অতিথির প্রকারভেদ, শ্রৌতকর্মের সঙ্গে তুলনা, মনুসংহিতা।

প্রণালী (Methodology): গবেষণাপত্রটি বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাবে লিখিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য ও মনুসংহিতার ওপর ভিত্তি করে তথ্যভিত্তিক বর্ণনার দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা পত্রটিতে গৃহস্থের অতিথি সৎকাররূপ বিশেষকরণীয় কর্মের কথা সুচারুরূপে বর্ণিত হয়েছে ।

প্রকল্প (Hypothesis):

- মনুস্মৃতি অনুসারে অতিথির সংজ্ঞা।

- অতিথি সৎকারের সঙ্গে শ্রৌতকর্মের সংযোগস্থাপন।
- অতিথি সংকারের বিভিন্ন বিধি-নিষেধ।

বর্ণ ও আশ্রমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থা। ঋগ্বেদসংহিতার পুরুষসূক্তে (পুরুষসূক্ত – ১০.৯০.১২) আমরা সর্বপ্রথম একত্রে চারটি বর্ণের উল্লেখ পাই। এই সূক্তে ঋষি নারায়ন প্রকাশ করেছেন পরম পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে (পুরুষসূক্ত – ১০.৯০.১২)। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি দ্বিজাতি অর্থাৎ এদের দুবার জন্ম হয় - মাতৃগর্ভ থেকে প্রথম জাত জন্ম এবং উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে শাস্ত্রবিহিত জন্ম। এই চারটি বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম কোন বর্ণের কথা পাওয়া যায় না যদিও বর্বর কৈবর্ত প্রভৃতি যেসব মানুষ আছে তাদের বর্ণসংকর নামে আখ্যা দিয়েছেন আচার্য মনু৩। গুণ ও কর্মের ওপর ভিত্তি করেই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন - 'চতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুনকর্মবিভাগতঃ' (গীতা – ৪.১৩)। চারটি বর্ণের পাশাপাশি চারটি আশ্রমও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দ্বিজাতিকে এই চারটি আশ্রমকে শাস্ত্র নির্দেশমত পর পর অনুসরণ করতে হতো। গৃহস্থাশ্রমই এদের মূল। মনুর মতে গৃহস্থ্যাশ্রমই সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ গৃহস্থই অন্য তিনটি আশ্রমের ধারক ও পোষক (গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি', মনুসংহিতা – ৬.৮৯)। প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করে যেরূপ সকল প্রাণী জীবিত থাকে সেই রূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করে অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ জীবনধারণ করে থাকেন। ব্রহ্মচারী এবং ভিক্ষুক এই তিন আশ্রমে যেহেতু গৃহস্থ কর্তৃক বেদজ্ঞান অন্নের মাধ্যমে প্রতিপালিত হচ্ছে তাই এই আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগন, প্রাণিগণ এবং অতিথিবৃন্দ এরা সকলেই গৃহস্থের ওপর প্রত্যাশা রাখেন। সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞ গৃহস্থ এদের তৃপ্তির জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করবেন। বৈদিক যুগ থেকেই গৃহস্থের করণীয় কর্ম বিষয়ে শাস্ত্র থেকে শাস্ত্রান্তরে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পঞ্চমহাযজ্ঞের মাধ্যমে গৃহস্থ ঋষি, পিতৃপুরুষ, দেব, মনুষ্য, ইতর

প্রাণীগণ সকলের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করেন। পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত নৃযজ্ঞকে বিশেষ রূপে জোর দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রে, কারণ নৃযজ্ঞকেই অতিথি সৎকার বলে অভিহিত করেছেন শাস্ত্রকারগণ।

ঋকবেদে অতিথি বিষয়ক সুস্পষ্ট আলোকপাত না পাওয়া গেলেও অথর্ববেদের নবম কাণ্ডে ছয়টি সূক্তে অতিথি সৎকার প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। এর আগে আমরা অতিথি সৎকার বিষয়ক আলোচনা খুব একটা পাই না। সাধারণ দৃষ্টিতে অতিথি সৎকার বলতে আমরা যা বুঝি অথর্ববেদে ভিন্ন আঙ্গিকে অতিথিসেবাকে তুলে ধরা হয়েছে। অথর্ববেদে অতিথি সৎকারকে যজ্ঞের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে শতপথব্রাহ্মণে গৃহস্থের আশু কর্তব্য রূপে পঞ্চমহাযজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায় সেখানে অতিথি সেবাকে 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অথর্ববেদে অতিথি সৎকার বিষয়ক সুদীর্ঘ আলোচনা থাকলে সেখানে অতিথি পদবাচ্য বা অতিথির সংজ্ঞা কি এই নিয়ে ঋষি কোন রূপ আলোকপাত করেননি, সরাসরি অতিথি সৎকারের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন। অথর্ববেদে অতিথি সৎকারের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আমাদের অবাক করে - কিছু কর্মের সঙ্গে শ্রৌত কর্মের মেলবন্ধন এবং গৃহস্থকে যজমানের সঙ্গে একাত্মরূপে দেখানো হয়েছে। গৃহস্থ অতিথির থাকার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করেছেন তা শ্রৌতকর্মের হবির্ধান মণ্ডপ তুল্য, অতিথির শয্যার জন্য যে তৃণ বিছানো হয় তা বহ্নিস্বরূপ, অতিথির ব্যবহারের জন্য চাদর ও বালিশ যজ্ঞের পরিধি (যজ্ঞাগ্নি ঘিরে রাখার তিনটি কাষ্ঠখণ্ড – অথর্ববেদ সংহিতা, পৃ. – ৩০২) তুল্য, কাজল ও আবরণ হল আজ্যস্বরূপ (আজ্য শব্দের অর্থ গলিত ঘৃত), অতিথির জন্য পরিবেশন করা খাদ্য হলো পুরোডাশ (ইষ্টিযাগে আহুতির দ্রব্য। ব্রীহি বা যব পেষাই করে তার সঙ্গে জল মিশিয়ে পিণ্ডাকৃতি করে গার্হপত্য অগ্নির অঙ্গারের উপর কপালে (ছোটো ছোটো মাটির খোলায়) তাকে সেঁকে পুরোডাশ তৈরী করা হয়। বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ, পৃ. – ৮৪)। খাদ্য গ্রহণের জন্য অতিথিকে আহ্বান করাকে ঋষি স্বয়ং হবিস্কৃৎ

আহ্বানের সঙ্গে তুলনা করেছেন (অথর্ববেদ – ৯.৬)। সপ্তম সুক্তে আরো সুন্দর বর্ণনা পাই এখানে শ্রৌতকর্মে যেরূপ ফল লাভ হয় সেই রূপ অতিথি সৎকারের মাধ্যমে গৃহস্থ নিজের এবং পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। গৃহস্থ যখন অতিথিকে 'আরো অন্ন গ্রহণ করো' - এইরূপ বলেন তার দ্বারা তার প্রাণ শক্তি বর্ধিত হয়। গৃহস্থের দ্বারা অতিথিকে অন্ন পরিবেশন যেন যজ্ঞকর্মে হর্বি প্রদান করা (অথর্ববেদ – ৯.৭.৩)। অতিথির জন্য আনিত দ্রব্যের দ্বারা গৃহস্থ নিজেকেই যেন আহুতি দেন তার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। যিনি সর্বদা অতিথির জন্য দ্রব্য আহরণ করেন তিনি সর্বদা যজ্ঞকর্মে রত থাকেন। সোম প্রেষণের প্রস্তর দ্বয় কখনোই শুষ্ক হয় না। আরো আশ্চর্য লাগে শ্রৌতকার্যের অগ্নিত্রয় অতিথি সেবায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বৈদিক ঋষির ভাবনায় অতিথি সেবা যজ্ঞানুষ্ঠান পরস্পর মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গেছে। অতিথি সেবার নিমিত্ত যে আহ্বান তাই যেন আহ্বানীয় অগ্নি, তাকে গৃহে স্থাপন গার্হপত্যাগ্নি আর অগ্নি পাক করা হলো দক্ষিণাগ্নি (যোঽতিথিনাং স আহবনীয়ো যো বেশ্মনি স গার্হপত্যো যস্মিন্ পচন্তি স দক্ষিণাগ্নিঃ, অথর্ববেদ – ৯.৭.১৩)। গৃহস্থের জন্য অতিথি সৎকার বিষয়ক উপদেশ আমাদের অবাক করে দেয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদে (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ – ১.১১) শিষ্যের প্রতি আচার্য উপদেশ। শিক্ষা সমাপ্তান্তে শিষ্য গৃহে পদার্পণ করবে, ভাবি গৃহস্থের প্রতি আচার্যের উপদেশ শোনা যায় অতিথি দেবো ভব। অতিথি দেবতা তুল্য তার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায় অথর্ববেদে। সেখানে অতিথির সৎকারের জন্য গৃহস্থের জন্য বৈদিক ঋষির কিছু উপদেশ আমাদের ঈশ্বরের উপাসনার কথা স্মরণ করায়। উপবাসে থেকে যে রূপ ঈশ্বরের আরাধনা করা হয় তেমনি গৃহে অতিথির আগমন হলে অতিথিকে যথাযোগ্য জল ও আসন দিয়ে তাঁকে অভ্যার্থনা করে তাঁর ভোজন এর ব্যবস্থা করা। অতিথির অন্নগ্রহণের পূর্বে কোনভাবেই সপত্নী গৃহস্থ ভোজন করবে না। অথর্ববেদে স্পষ্ট করে গৃহস্থকে বলা হয়েছে অতিথির আহারের পূর্বে গৃহস্থ অন্ন গ্রহণ করলে গৃহস্থের অন্ন, জল, রস, তেজ, বল, পশু, সম্পদ, কীর্তি নষ্ট হয়,

এমনকি ভোজন যোগ্য গাভীর দুগ্ধও পান করা উচিত নয় (অথর্ববেদ – ৯.৮)। আচার্য মনুও এখানে সহমত পোষণ করেন। অতিথি থেকে আরম্ভ করে ভৃত্য পর্যন্ত সকলকে ভোজন না করিয়ে গৃহস্থ আগে নিজেই ভোজন করলে মৃত্যুর পর কুকুর শকুন তার শরীর ছিড়ে খাবে মনু এই মত প্রকাশ করেছেন। আরো বলেছেন গৃহস্থ কেবলমাত্র নিজের জন্য পাক করবে না কারণ পঞ্চ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই সাধু ব্যক্তির ভোজন এর জন্য বিহিত। তবে মনু এটাও বলেছেন যে ব্যক্তি আতুর রোগগ্রস্ত তার নিজের জন্য পাক করা শাস্ত্রসম্মত যদিও এতে শাস্ত্র বিধান লঙ্ঘিত হয় তথাপি পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বীকার করা উচিত। গৃহস্থ ব্যক্তি দেবগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ (অতিথি প্রভৃতি) পিতৃপুরুষগণ এবং গৃহদেবতা এদের সকলকেই হব্য-কব্য-অন্নাদির দ্বারা পূজা করে সর্বশেষে সস্ত্রীক অবশিষ্টান্ন ভোজন করবে (মনুসংহিতা – ৩.১১৫-১১৮)। অতিথিকে ঘি দুধ দই ফল প্রভৃতি যেসব উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন এর জন্য দেওয়া হয়নি এমন খাদ্য গৃহস্থ ভোজন করবে না। আচার্য মনু এই প্রসঙ্গে একটু সরলীকরণ করেছেন। তিনি বলেছেন নববিবাহিতা বধূ, পুত্রবধূ এবং কন্যা, বালক, রোগী এবং গর্ভবতী নারী অতিথি ব্রাহ্মণাদি ভোজনের আগেই ভোজন করলে কোন দোষ হয় না, কারণ স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এদের আহারাদির ব্যবস্থায় বিলম্ব হওয়া উচিত নয় (মনুসংহিতা – ৩.১১৪)। শুধু তাই নয়, অতিথির নিমিত্তে দুগ্ধ রক্ষা করে গৃহস্থ অগ্নিষ্টোম যাগ তুল্য ফল (স্বর্গলাভ) লাভ করেন, ঘৃতপাত্র সঞ্চিত করে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান তুল্য সমৃদ্ধি লাভ করেন, মধু উত্তমপাত্রে প্রস্তুত করে সত্রযাগের তুল্য সমৃদ্ধি লাভ করেন, যে গৃহস্থ অতিথি সৎকারের জন্য মাংসপাত্র উপস্থিত করেন তিনি দ্বাদশাহ (অহীন সোমযাগ) যাগ তুল্য সমৃদ্ধি লাভ করেন। যিনি উদকপাত্র সংরক্ষণ করেন তিনি সন্তান লাভ করেন (অথর্ববেদ – ৯.৯) । কেবলমাত্র যজ্ঞসম ফল লাভ নয়, অথর্ববেদ (অথর্ববেদ – ৯.১০) অতিথিসেবার আরও সুন্দর প্রশংসা করেছে যা প্রতিনিয়ত আমাদের অভিভূত করে। যে গৃহস্থ নিত্য অতিথি সৎকার করেন এবং অতিথির নিমিত্ত অন্ন, উদক সংরক্ষণ করেন

দেবতারাও সেই গৃহস্থের প্রতি সদয় হন। গৃহস্থের জন্য দেবী ঊষা, উদিত সূর্যদেব, মেঘ হিংকার করেন এবং স্তুতি করেন। বৃহস্পতি তেজের গান করেন, ত্বষ্টা পুষ্টি দান করেন, মধ্য দিনের সূর্য সাম গান করেন। বিশ্বদেবগন, অস্তকালীন সূর্য নিধন (সামগানের একটি বিশেষ ভাগ নিধন এটি গানের প্রক্রিয়া যজ্ঞে প্রতি হর্তা নিধন উচ্চারণ করেন সেই নিধন উচ্চারণ করে উন্নতি লাভ প্রজা ও পশুর অধিপতি হয় যজমান) উচ্চারণ করেন।

অথর্ববেদে অতিথি সৎকারের সুদীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া গেলেও অতিথি কাকে বলে বা অতিথির সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। সমাজব্যবস্থার আদর্শ দলিল মনুসংহিতায় অতিথির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ব্রাহ্মণই হল অতিথি পদবাচ্য। আচার্য মনু অতিথির সংজ্ঞা দিয়েছেন -

‘একরাত্রং তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃত।

অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ।।’ (মনুসংহিতা – ৩.১০২)

অতিথির মূল অর্থ হল যার নির্দিষ্ট কোন তিথি নেই স্থিতিও এক রাত্রির বেশি নয। যদিও বর্তমান দিনে আত্মীয় পরিজনই অতিথি পদবাচ্য। কিন্তু মনুমতে তিথি না মেনে পরের গৃহে একরাত্রি যিনি বাস করেন তিনি অতিথি। ব্রাহ্মণকেই অতিথি বলা হয়, অন্য জাতির কাউকে নয় অর্থাৎ তিনি এক তিথি অর্থাৎ এক দিনরাত্রি ভিন্ন অন্য তিথিতে থাকে না বলে তার নাম অতিথি। কুল্লুক ভট্ট তার ভাষ্যে বলেছেন ‘একরাত্রমেব পরগৃহে নিরসন্ ব্রাহ্মণোঽতিথির্ভবতি, অনিত্যাবস্থানাৎ ন বিদ্যতে দ্বিতীয়া তিথিঃ ।।’ (মনুসংহিতা, ৩.১০২ শ্লোকের ভাষ্য ব্যাখ্যা) মেধাতিথি অবশ্য বলেছেন দুই তিন দিনও অতিথি গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করতে পারেন যদিও তার পরিচর্যা করা গৃহস্থের ইচ্ছাধীন।

তিথি মেনে না আসা ব্যক্তিবর্গ অতিথি পদবাচ্য হলেও ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদের অতিথি বলা যায় না, কারণ এরা ব্রাহ্মণের তুলনায় নিকৃষ্ট জাতি। সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের গৃহে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অতিথি হতে পারে কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্র নয়। বৈশ্যের বাড়িতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অতিথিরূপে গণ্য হলেও শূদ্র নয়। ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি অতিথি রূপে উপস্থিত হলে তার প্রতি ব্রাহ্মণগৃহস্থের আচরণ প্রসঙ্গে মনু বলেছেন - ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হয় তবে গৃহস্থ আগে ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভোজন করিয়ে ক্ষত্রিয় অতিথিকে যথেষ্ট পরিমাণ ভোজন করাবেন। ব্রাহ্মণের বাড়িতে যদি বৈশ্য বা বা শূদ্র অতিথি হওয়ার প্রত্যাশায় আসে তবে গৃহকর্তা ভৃত্যদের খাওয়ার সময় তাদের খাওয়ানোর বিধি মনু দিয়েছেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের কাছে বৈশ্য বা শূদ্র অতিথিরূপে পূজার যোগ্য ছিল না, তবে অবশ্যই অনুকম্পা বা অনুগ্রহের পাত্র ছিল। এছাড়া সখা এবং জ্ঞ্যাতি আত্মীয় বলে অতিথি হতে পারে না এবং গুরু প্রভু হওয়ায় তিনিও অতিথি হতে পারেন না। বন্ধু সদৃশ জ্ঞাতি সহাধ্যায়ী প্রভৃতি ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়িতে প্রীতিবশত এসে উপস্থিত হলে গৃহস্থ তাদের জন্যও সাধ্যমত ভালোভাবে অন্ন প্রস্তুত করে সপত্নী তাদের ভোজন করাবেন (মনুসংহিতা – ৩.১১১-৩.১১৩)। অতিথি সৎকারের পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যথা রাজা, পুরোহিত, স্নাতক, জামাতা, শশুর, মাতুল বৎসরান্তে গৃহে সমাগত হলে গৃহস্থ গৃহ্যসূত্রোক্ত মধুপর্ক (জল, মধু, দই, ঘি ও চিনি মিশিয়ে মধুপর্ক তৈরি করা হয়। মধুপর্কের সাথে মাংস অথবা পায়েস আহার্য দানের ব্যবস্থা ছিল) দ্বারা তাদের সৎকার করবে (মনুসংহিতা – ৩. ১১৯)।

গৃহে অতিথির আগমন ঘটলে গৃহস্থ অতিথিকে বসবার জন্য আসন, হাত পা ধোয়ার জল এবং নিজ সামর্থ অনুসারে প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদিসমন্বিত অন্ন নিয়মপূর্বক দান করবেন। অতিথি সেবা গৃহস্থের নিত্য অনুষ্টেয় কর্ম হলেও আচার্য মনু গৃহস্থের আর্থিক সঙ্গতির কথা স্মরণে রেখে নিয়মে কিছু শিথিলতা এনেছেন। মনু বলেছেন দরিদ্র এবং শিলোঞ্ছনের (শিল অর্থাৎ কৃষক

শস্য কেটে নিয়ে যাওয়ার পর মাঠে অবশিষ্ট যা পড়ে থাকে, উঞ্ছন্ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেগুলো কুড়িয়ে নেয়। ক্ষেতের পরিত্যক্ত শস্যাদি সংগ্রহকরে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা) দ্বারা অর্থব্যয়সাধ্য অন্নদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তিনি অতিথির বসবার জন্য কুশকাশাদি তৃণের আসন, বিশ্রামের জন্য ভূমি বা স্থান, হাত মুখ ধোয়ার জন্য বা পানের জন্য জল এবং মিষ্টি কথা এগুলির মাধ্যমে অতিথি সৎকার করবে। কারণ তৃণভূমি জল এগুলি প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দান সকলের আয়ত্তের মধ্যে। আর হিতকর ও মিষ্টি কথা সজ্জনের স্বভাব ধর্ম (মনুসংহিতা – ৩.১০১)।

গৃহে একত্রে অনেক অতিথি উপস্থিত হলে গৃহস্থের তাদের প্রতি কিরূপ অভ্যর্থনা করবে সেই বিষয়েও মনু বলেছেন অতিথি উত্তম মধ্যম অধম বিবেচনা করে আসন বিশ্রাম স্থান শয্যা উপাসনা অর্থাৎ স্থিতিকালীন পরিচর্যা বা অতিথির কাছে কথাবার্তা বলার জন্য উপস্থিত থাকা - এগুলি উত্তম অতিথির প্রতি উত্তম ভাবে, মধ্যম অতিথির প্রতি মধ্যম ভাবে, অধম অতিথির প্রতি ন্যূন এবং সমান অতিথির প্রতি তুল্যরূপ প্রয়োগ করবেন। যেমন উত্তম অতিথি চলে যাওয়ার সময় তার পিছনে বহুদূর পর্যন্ত যাওয়া, মধ্যম অতিথির পশ্চাৎ নাতিদূর এবং হীন অতিথির পিছনে কয়েক পা মাত্র যাওয়া। সায়ংকালীন বৈশ্যদেব কর্ম সমাপ্ত হলে অর্থাৎ সকলের ভোজন সমাপ্ত হওয়ার পর অন্ন নিঃশেষ হয়ে গেলে তারপরেও যদি অন্য কোন অতিথি গৃহে এসে উপস্থিত হন তাহলে তাকেও যথাশক্তি অন্য রন্ধন করে দেবে (মনুসংহিতা – ৩.১০৭-১০৮)।

গৃহে উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণই অতিথি পদবাচ্য হতে পারে না। মনু বলেছেন একই গ্রামে অধিবাসী এবং সহাধ্যায়ী বা চাটুকার এমন কোনও ব্রাহ্মণ যদি উপস্থিত, তবে তাঁকে অতিথি বলে গণ্য করবে না। এমন ব্যক্তির প্রতি আতিথ্য কর্তব্য নয়। এছাড়াও আতিথ্যলোভে যে

ব্রাহ্মণ বারংবার গ্রামান্তরে গিয়ে পরান্ন ভোজন করে সেইরূপ ব্রাহ্মণের নিন্দা করেছেন মনু। লোভবশত বা দারিদ্রতার জন্য একবার বা দুইবার পরান্ন ভোজন দোষযুক্ত না হলেও বার বার অন্নাদি ভোজনকরা ব্যক্তি মরণের পর জন্মান্তরে অন্নদাতার ভারবাহী পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন (মনুসংহিতা – ৩.১০৪)।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গৃহস্থ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে জীবন কাটাতে পারতেন না। গৃহস্থের কর্তব্য খুব সহজও ছিল না। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে ছিল – ব্রাহ্মণ, অতিথি, আত্মীয়স্বজন, এমন কি দাসদাসী প্রভৃতিকেও ভোজন করিয়ে পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই তারা ভোজন করবেন। দেবলোক পিতৃলোক ও গৃহদেবতাদের অন্ন দ্বারা পুজো করে অবশিষ্ট অন্ন গৃহীদম্পতি ভোজন করবেন এমন ব্যবস্থাও ভারতীয় শাস্ত্রে দেখা যায়। গৃহস্থের কখনোই শুধুমাত্র নিজের ভোগের জন্যই অন্ন পাক করা উচিত নয় তাতে গৃহের পাপ হয়। পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও গৃহীর কর্তব্য সম্পর্কে শাস্ত্রে যে সব নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় এই বিশ্ব চরাচর কে পালনের জন্য গৃহস্থকে অনেক গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

অথর্ববেদ সংহিতা, সম্পা. তারকনাথ অধিকারী, দ্বিতীয়ভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০১৯

উপনিষদ, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, দশম সংস্করণ, ২০১৪

বৈদিক সংকলন (তৃতীয় খণ্ড), সম্পা. তারকনাথ অধিকারী, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০২০

বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৭ (বঙ্গাব্দ)

মনুসংহিতা, সম্পা, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৯ (বঙ্গাব্দ)